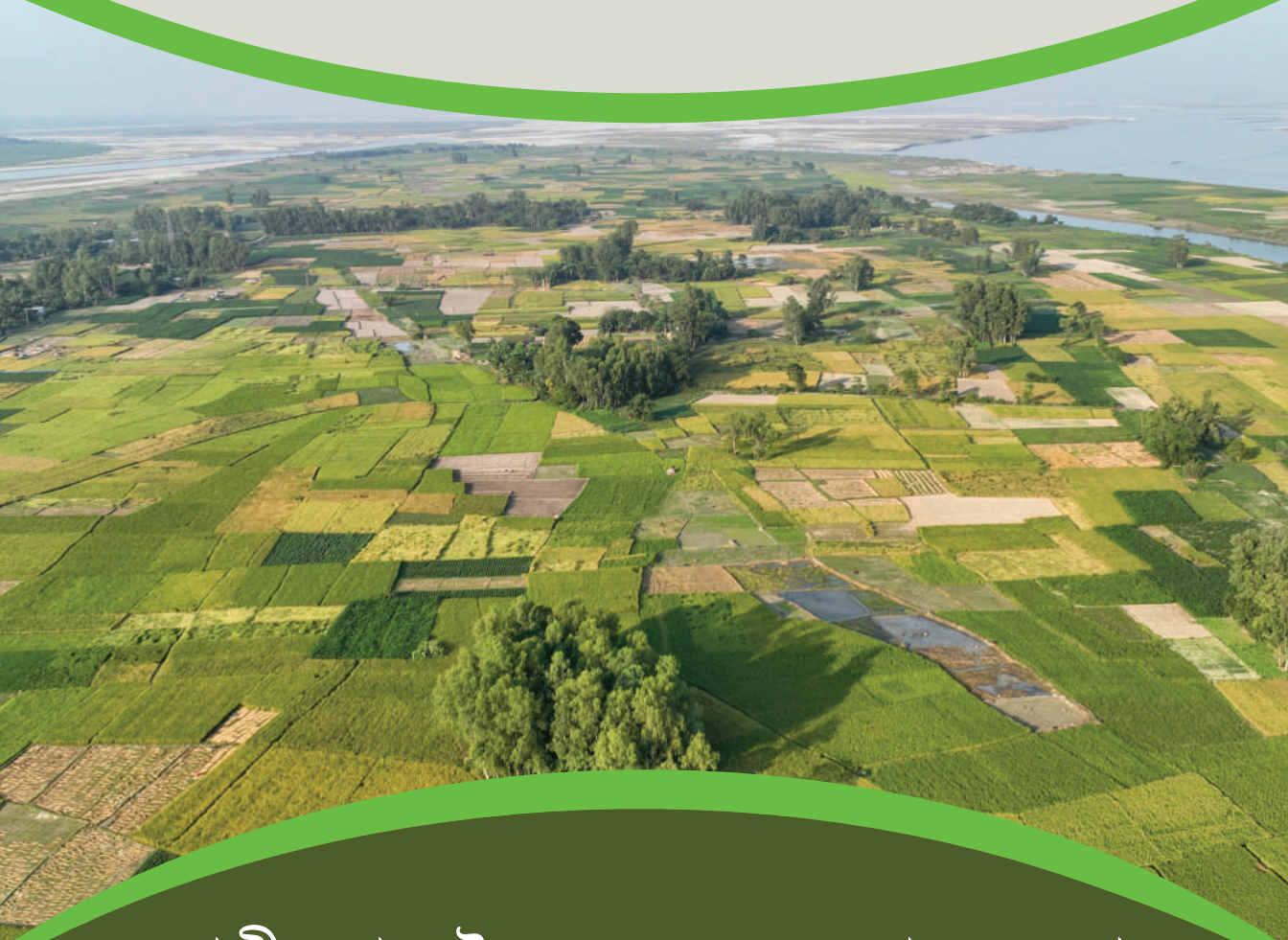


BAMU

Budget Analysis and Monitoring Unit
Bangladesh Parliament Secretariat



বাজেট হেল্পডেস্ক ২০২৬



জাতীয় বাজেট ২০২৬-২০২৭: সারসংক্ষেপ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

সহযোগিতায়



১. প্রেক্ষাপট

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় খাত বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ২০২৬ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর গঠিত বর্তমান সরকার বিকেন্দ্রীকরণ, পানি ব্যবস্থাপনা, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জলবায়ু সহনশীল পল্লী অর্থনীতি গঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সরকারের ঘোষিত ৫১ দফা নির্বাচনী ইশতেহার এবং পরবর্তী নীতিগত উদ্যোগসমূহে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে অধিক কার্যকর ও সেবামুখী করার পাশাপাশি নদী, খাল ও জলাশয় পুনরুদ্ধার, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্যোগ হচ্ছে দেশব্যাপী নদী ও খাল পুনঃখনন কর্মসূচি। সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী আগামী পাঁচ বছরে সারা দেশে প্রায় ২০ হাজার কিলোমিটার নদী, খাল ও জলাশয় খনন ও পুনঃখননের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে [১]। এ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে জলাবদ্ধতা নিরসন, সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন সম্প্রসারণ, ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা হ্রাস এবং বন্যা ও খরার ঝুঁকি মোকাবিলা করা। এ কর্মসূচির মাধ্যমে বিলুপ্তপ্রায় ৫২০টি নদী এবং হাজারো খালের স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে [২]।

স্থানীয় সরকার, পানি সম্পদ, কৃষি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার এ উদ্যোগকে গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছে। সরকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি কৃষক কার্ড বিতরণ কার্যক্রম। চলতি অর্থবছরে সরকার ২,০৬৭ জন কৃষককে এ কর্মসূচির আওতায় আনতে কাজ করছে [৩]। আগামী পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ এবং আধুনিক বজ্য ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা এবং টেকসই গ্রামীণ অবকাঠামো গঠনে সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। একই সঙ্গে খাল ও জলাশয় পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য এবং স্থানীয় বাজারব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত গ্রামীণ অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে পুনরায় সক্রিয় করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

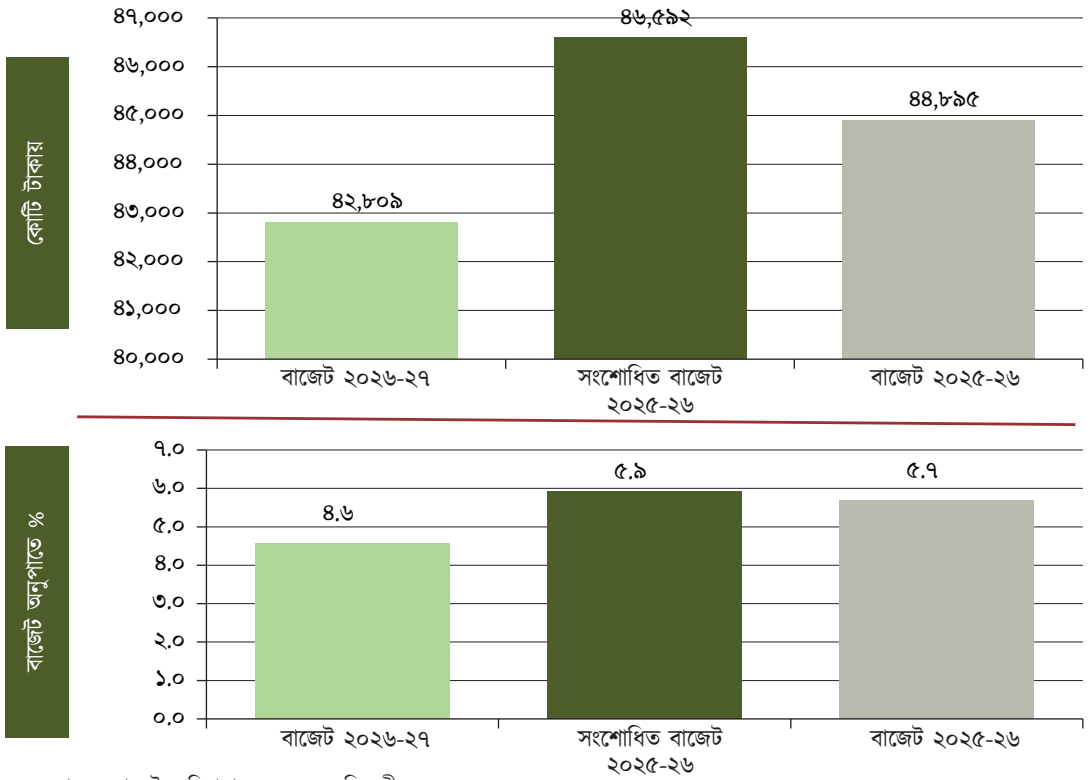
স্থানীয় পর্যায়ে মানবসম্পদ ও নাগরিকসেবা উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সরকার নতুন পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণে সারা দেশে ১ লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে নারীদের অংশগ্রহণকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে [৪]। একই সঙ্গে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া অবকাঠামো সম্প্রসারণ, কারিগরি ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা, ডিজিটাল সেবা সম্প্রসারণ এবং আঞ্চলিক ই-কমার্স হাব গঠনের উদ্যোগ স্থানীয় অর্থনীতিকে অধিক গতিশীল করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সরকারের নীতিগত অবস্থানে গ্রামীণ ও শহুরে উন্নয়নের বৈষম্য হ্রাস, স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বিকেন্দ্রীভূত উন্নয়ন কাঠামো গঠনের ওপর বিশেষ জোর পরিলক্ষিত হচ্ছে।

২. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার খাতে বাজেট বরাদ্দ

২০২৬-২৭ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ৪২ হাজার ৮০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে, যা চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের চেয়ে ৮.১ শতাংশ কম (লেখচিত্র ১)। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার খাতে প্রস্তাবিত বরাদ্দ মোট বাজেট বরাদ্দের ৪.৬ শতাংশ, যা চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ছিল ৫.৯ শতাংশ (লেখচিত্র ২)।

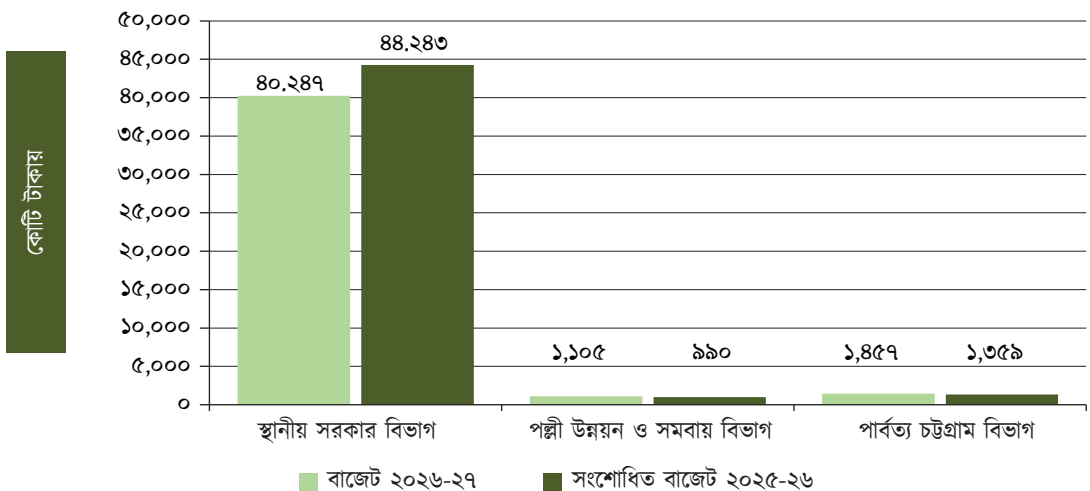
মন্ত্রণালয় ও বিভাগওয়ারী বরাদ্দ বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিগত অর্থবছরগুলোর ন্যায় আগামী অর্থবছরেও স্থানীয় সরকার খাতের বাজেট বরাদ্দের বড় অংশ ব্যয় করবে স্থানীয় সরকার বিভাগ। এই বিভাগের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ ৪০ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা, যা এই খাতের মোট বরাদ্দের ৯৪.০ শতাংশ (লেখচিত্র-২)। এছাড়াও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য যথাক্রমে ১ হাজার ১০৫ কোটি এবং ১ হাজার ৪৫৭ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে।

লেখচিত্র ১: ২০২৬-২৭ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার খাতে বাজেট বরাদ্দ (পরিমাণ এবং শতাংশে)



তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৬-২৭, বিবরণী-২।

লেখচিত্র ২: ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ প্রস্তাবনা

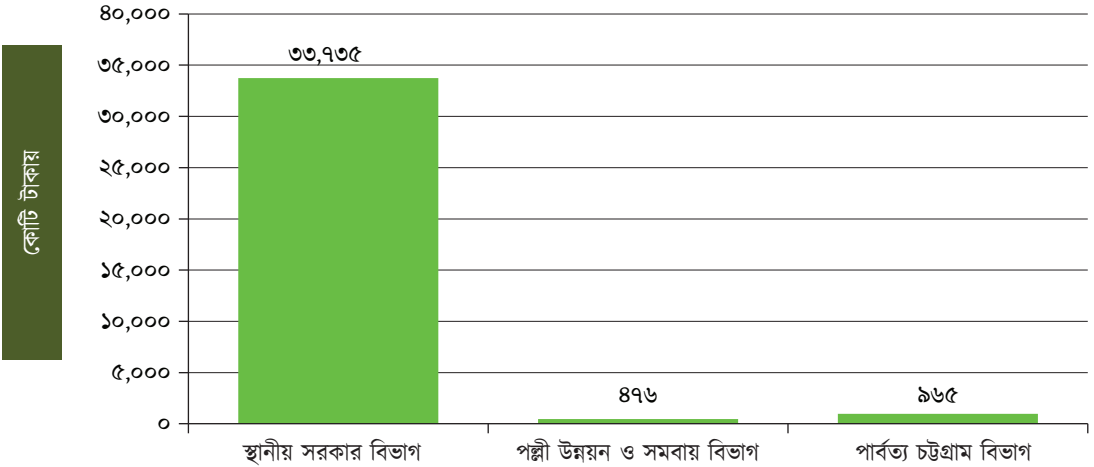


তথ্যসূত্র:

৩. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ

আসন্ন ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকার খাতে মোট বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ৩৫ হাজার ১৭৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে ৩৩ হাজার ৭৩৫ কোটি টাকা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য যথাক্রমে ৪৭৬ কোটি এবং ৯৬৫ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে (লেখচিত্র-৩)।

লেখচিত্র ৩: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ



তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৬-২৭, বিবরণী-১০, পৃ. ৪৫।

৪. উপসংহার

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন এবং টেকসই স্থানীয় অবকাঠামো গঠনের জন্য স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে কার্যকর বাজেট বরাদ্দ এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা, নদী ও খাল পুনরুদ্ধার, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, কৃষিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পরিবেশ সুরক্ষামূলক কার্যক্রম জোরদার করা এ খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একইসঙ্গে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সেবার মানোন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ খাতের কার্যকর সংস্কার ও উন্নয়নের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী, সেবামুখী ও জলবায়ু সহনশীল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব, যা গ্রামীণ জনগণের প্রকৃত চাহিদা পূরণ এবং টেকসই উন্নয়ন অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যসূত্র: [১] <https://www.prothomalo.com/bangladesh/1lijg8nein>
 [২] <https://www.prothomalo.com/bangladesh/1lijg8nein>
 [৩] <https://tinyurl.com/3kbrwrsz>
 [৪] Bangladesh Nationalist Party (BNP) Manifesto.